বস্ত্রের বিপুল আয়োজন

শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীর
উত্তর দরজা

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে মিল ও তাঁতের নানাবিধ ধুতি, শাড়ী, সার্টিং ও কোটিং আমদানী করা হয়েছে। আমাদের দোকানে আসিয়া সুলভে জিনিস ক্রয় করুন।

প্রোঃ—শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৪ই চৈত্র বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 28th Mar 1962 { ৪৪শ সংখ্যা

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রান্নায় স্বাচ্ছন্দ্য ও নিপুণতা আনবে।

প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ১·২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

সাড়ে ষোল আনার কর্ত্তা

জমিদারের প্রাপ্য খাজনা আদায়ের জন্য মহালে মহালে মৌজায় মৌজায় আদায়কারী তশীলদার বাহাল করা হইত। পাছে সেই তশীলদার খাজনা আদায় করিয়া টাকা আত্মসাৎ করে বলিয়া তাহার (তশীলদারের) জামিনী কবুলিয়ৎ লওয়ার ব্যবস্থা ছিল। জামিন রাখা হইত নিজের বা নিজের কোনও হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তি। তশীলদার মহাশয় জমিদার মহাশয়ের খাজনা তো আদায় করিতেনই, বৎসরের শেষে প্রজার যত টাকা আদায় হইত প্রতি টাকায় অন্ততঃ ৵১০ পয়সা হিসাবে নিকাশী পার্ব্বণী প্রজার নিকট আদায় করিতেন। এইজন্য পরিহাস করিয়া তশীলদারকে বলা হইত—ইনি মহালের "সাড়ে ষোল আনার কর্ত্তা", যেহেতু তিনি জমিদারের প্রাপ্য ষোল আনা এবং নিজের প্রাপ্য ৵১০ পয়সা মোট সাড়ে ষোল আনা আদায় করিতেন। এই সাড়ে ষোল আনার কর্ত্তা তশীলদার বা তাহার উপরওয়ালা নায়েব মহাশয় প্রজার উপর কোনও অত্যাচার বা অন্যায় করিলে প্রজা জমিদারকে হুজুর-মা-বাপ বলিয়া সম্বোধন করতঃ অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুবিচার যে পাইত না তাহা বলা যায় না।

জমিদারকে সাধারণ ভাষায় রাজা বলা হইত। "রাজা প্রজা" সম্বন্ধ যেন "পিতা পুত্র" সম্বন্ধ বলিয়া বর্ণিত হইত। মাত্র ১৲ একটি টাকা সেলামী বা নজরয়ানা দিয়া রাজার কাছে তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে নালিশ চলিত। শাস্ত্রেও কথিত আছে—

"রাজা প্রজা পালয়তি
পিতা-পুত্রানিবৌরসান
পিতরিব নৃপে তস্মাৎ
বর্ত্তিতব্যং প্রজাগণৈঃ।

অর্থ :—

ভূ-স্বামী রাজা নিজের ঔরসজাত পুত্রের মত প্রজাদের পালন করিতেন। প্রজারাও রাজাকে পিতার মত সম্মান করিতে দ্বিধা করিত না।

এখন নিরক্ষর চাষার জমিদার হইলেন সরকার। ইহা সকলেই জানেন—সরকারের দরবারে কোন প্রতিকারপ্রার্থী হওয়া কত ব্যয়সাধ্য। ষোল আনার কর্ত্তা হইলেন সরকার বাহাদুর কিন্তু এই যে "সাড়ে ষোল আনার কর্ত্তা" যাঁহারা হইলেন তাঁহারাই বিচারপ্রার্থী দেখিলেই বাঁ হাতের সম্মানার্থী হইয়া কত অপকর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত।

তাসের গ্রাবু খেলাকে চলতি কথায় বিস্তি খেলা বলে। এই খেলায় সাহেবের মান তিন ফোটা, বিবির মান দুই ফোটা কিন্তু রঙের গোলামের মান কুড়ি ফোটা। জমিদারীর মালিক কেহ থাকিল না। চাকরে চাকর খাটিয়ে সরকার চলে। চাকরকেই 'গোলাম' বলে। যার হাতে কাজ থাকে সেই রঙের গোলাম। সাহেব থাকিলেও তার দাম তিন ফোটা। গোলামের কুড়ি ফোটার প্রতাপে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইবে এই জমিদারী উচ্ছেদের ফলে। এই আশঙ্কা। এঁরা সাড়ে ষোল আনা আদায়ে খুসী হইবেন না। ষোল আনার স্থলে যে ল টাকার কর্ত্তা অনেক দেখিবে প্রজারা। নীতি এখন দূরে গিয়া দুর্নীতির রাজ্য হইয়াছে। কংগ্রেসও একথা স্বীকার করেন। জমিদারী উচ্ছেদ ব্যাপারে আনন্দ করিবার সময় এখনও আসে নাই। ভয় হয়—কাঙাল দেশ 'তপ্ত খোলা হইতে জ্বলন্ত আগুনে' পড়িল কি না। তবুও বলি—ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা

এ বৎসর ২৬শে মার্চ্চ হইতে স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। জঙ্গিপুর স্কুল কেন্দ্রে ছয় শতাধিক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

মহিষ পাকিস্তানে পাচার

বিগত ১৬ই মার্চ্চ শুক্রবার গিরিয়া গ্রামের গোয়ালারা যখন ভারতীয় এলাকাধীন পদ্মারচরে প্রায় আশীটি মহিষ চড়াইতেছিল তখন গাঙ্গিন প্রভৃতি গ্রামের প্রায় পঞ্চাশজন মুসলমানের এক জনতা মারাত্মক অস্ত্র লইয়া তাহাদের আক্রমণ করিলে নিরস্ত্র গোয়ালারা ভীত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। ঘটনার সময় ভারতীয় পুলিশ কোন প্রকার ব্যবস্থা না করায় দুর্বৃত্তেরা মহিষগুলি লইয়া পাকিস্তানে চলিয়া যায়।

অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বৃত্তি

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে তফশিলী সম্প্রদায়, তফশিলভুক্ত উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য ভারত সরকারের প্রবেশিকা-উত্তর বৃত্তিপ্রদান ব্যাপারে আগের মতোই পূর্ববর্তী শেষ বার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণতার ভিত্তিতেই সকল যোগ্যতা সম্পন্ন তফশিলভুক্ত উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া হইবে এবং আর্থিক সংগতি নির্ণায়ক অথবা মেধা নির্ণায়ক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে তফশিলী সম্প্রদায়ের আবেদনকারীদের আর্থিক সংগতি নির্ণায়ক পরীক্ষা সাপেক্ষে কিন্তু মেধাসূচক নির্ব্বাচন ব্যতিরেকেই বৃত্তি প্রদান করা হইবে; অর্থাৎ নির্ধারিত সর্বনিম্ন আয়ের আওতায় যে সকল তফশিলী সম্প্রদায়ের প্রার্থী পড়িবেন তাহাদিগকে তাহাদের বিগত বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর বা বিভাগ নিরপেক্ষভাবে শুধুই পাসের ভিত্তিতে বৃত্তি দেওয়া হইবে। অবশ্য 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা পূর্ব্বের মতোই আর্থিক সংগতি নির্ণায়ক এবং মেধা নির্ণায়ক উভয় প্রকার পরীক্ষার ভিত্তিতে বৃত্তি লাভ করিতে পারিবেন। —প্রেসনোট

প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ

ইতিমধ্যেই বেলা ৮ ঘটিকার পর প্রচণ্ড রৌদ্র-তাপে রাস্তা চলাচল করা কঠিন হইয়াছে। এ সময়ে বৃষ্টি হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

ছেলের বিয়ে না মেয়ের বিয়ে ?

—০—

আগে বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রে পাত্রীর সহিত পাত্রের বিবাহ বলিয়া লেখা হইত, বর্ত্তমানে লিখিত হইতেছে পাত্রের সহিত পাত্রীর বিবাহ তদুপলক্ষে—

"সীতার সহিত রামের বিয়ে" শুনেছি চিরকাল,
"রামের সনে সীতার বিয়ে" ফ্যাসান হ'ল হাল।

উল্টা কেন হ'ল এমন, শুধাও যদি কারণ এর,
একটী কথায় জবাব দিব, বল্‌বো নাকো কথা ঢের।

কনের বাপে বরকে কিন্‌ছে আপন টাকা গণে,
বর ত এখন বে' করেনা বিয়ে এখন করে ক'নে।

অগ্নিকাণ্ড

—০—

কিছুদিন পূর্ব্বে সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত বন্তেশ্বর গ্রামে আগুন লাগিয়া ৪।৫টী ব্রাহ্মণ গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। গৃহস্থালির কোন সামগ্রীই রক্ষা পায় নাই।

রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত আইলের উপর গ্রামে আগুন লাগিয়া কয়েকজন গৃহস্থের ঘর পুড়িয়া গিয়াছে।

ফরাক্কা থানার বাগদাবড়া গ্রামে আগুন লাগার ফলে ৭টী দরিদ্র কৃষি পরিবারের যথাসর্ব্বস্ব পুড়িয়া গিয়াছে।

গত ২১শে মার্চ্চ দুপুরে সদর (বহরমপুর) মহকুমার ডোমকল থানার বর্ষণাবাদ গ্রামে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। গ্রামে একখানি বাড়ীতে আগুন লাগে পরে প্রবল বাতাসে উহা সমস্ত গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে এবং ৯০টী গৃহস্থের প্রায় দেড় শতাধিক গৃহ একবারে ভস্মীভূত হইয়াছে। একজন মুসলমান মহিলা শিশুপুত্রসহ অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

ঔষধ

—

বেদিয়া—বাত ভালো! বেদনা ভালো! কোমর দরদ ভালো! হারিশ ভালো! দাঁতের পোকা ভালো!

বাবু—এই বেদে। দাঁড়া। তোর কাছে মক্কেল ভোলা ওষুদ আছে?

বেদিয়া—বাবু! সব কিছু দাওয়াই পাবেন। মাতুলী আছে, এতে মক্কেল ভুল্‌বে, হাকিম ভুল্‌বে, এমন কি বাবু আপনি সব ভুলে যাবেন।

শুষ্ক সাহিত্য তরু

বঙ্গদেশ মহা মরু,
তাহে এই শুষ্ক তরু।

উমেদারী

প্রার্থী—আমার দরখাস্তখানা ?
কর্ত্রী—ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে সযত্নে স্থান পেয়েছে।

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন,
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন।
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায় ?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে !
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা'ঠাকুর)

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচন

গত ২৫শে মার্চ্চ রবিবার রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

চিকিৎসকগণের প্রতিনিধিরূপে ডাঃ শ্রীশান্তিময় রায় চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অভিভাবকগণের প্রতিনিধিরূপে ৫ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

১। ডাঃ শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়
২। ডঃ শ্রীপার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়
৩। শ্রীপরমেশ পণ্ডে
৪। শ্রীবিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়
৫। শ্রীছকড়িলাল সাহা

বিদ্যোৎসাহী ও হিতৈষীরূপে ২ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

১। শ্রীদেবব্রত সাধু, ২। শ্রীহীরালাল চন্দ্র।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১ই এপ্রিল ১৯৬২

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

৬১ মনি ডিঃ অমরেন্দ্রনাথ দাস দিং দেং সত্যেন্দ্রনাথ দাস দিং দাবি ৩০ টাকা ৩৮ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে হিলোড়া ২৪-৯৩ শতকের কাত ৪৪৷৶৪ পাই মধ্যে দেন্দারের ৫৬ শতক কাত ৮৶০ আঃ ২০০৲ খং ২২৭

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৯৯ স্বত্ব ডিঃ রহমত সেখ দেং সাহাস সেখ দাবি ১৯২ টাকা ৮৪ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে ডাহিনা ২৪-৯৯ শতকের কাত ৫৬৷৶৬ পাই তন্মধ্যে দেন্দারের ৫ ৪৮ শতকের কাত ১১।০ আঃ ১৬৫০৲ খং ৪৬২ স্থিতিবান স্বত্ব

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলার ২৫টি হাজামজা পুষ্করিণীর উন্নয়নের জন্য নির্দ্ধারিত ফরমে "বঙ্গীয় পুষ্করিণী উন্নয়ন আইনাধীন পুষ্করিণী উন্নয়নের টেণ্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিত সীলমোহরাঙ্কিত টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। (বহরমপুরস্থিত মুর্শিদাবাদের পুষ্করিণী উন্নয়ন সমাহর্ত্তার অফিস হইতে ফরম পাওয়া যাইবে)। টেণ্ডারসমূহ ১৯৬২ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখ বেলা একটার মধ্যে বহরমপুরস্থিত মুর্শিদাবাদের পুষ্করিণী উন্নয়ন সমাহর্ত্তার নিকট অবশ্য পৌঁছাইতে হইবে এবং উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের বা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের সমক্ষে ঐদিন বেলা ২টার সময় খোলা হইবে। যদি কোন টেণ্ডারদাতা একাধিক প্রকল্পের জন্য টেণ্ডার দাখিল করিতে চান তবে প্রত্যেকটি প্রকল্পের জন্য পৃথক পৃথক টেণ্ডার দাখিল করিতে হইবে। মুর্শিদাবাদ সমাহর্ত্তার অনুকূলে "আর ডি"খাতে আনুমানিক ব্যয়ের পাঁচ শতাংশ টাকা বায়না হিসাবে নিকটস্থ ট্রেজারি বা সাব-ট্রেজারিতে জমা দিতে হইবে। প্রাপ্ত টি, আর, চালান টেণ্ডারের সাথে অবশ্যই থাকা চাই নচেৎ কোন টেণ্ডার বিবেচিত হইবে না। চুক্তি সম্পাদনের পূর্ব্বে সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে ব্যয়ের আরও পাঁচ শতাংশ টাকা জমা দিয়া চালান দাখিল করিতে হইবে। এইরূপভাবে জমা দেওয়া ব্যয়ের দশ শতাংশ অর্থ কার্যটি সম্পন্ন করিবার জামানত স্বরূপ গণ্য করা হইবে। অন্যান্য টেণ্ডারদাতাগণের বায়নার টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে। যে টেণ্ডারদাতার টেণ্ডার গৃহীত হইবে তিনি যদি নির্দ্ধারিত তারিখের মধ্যে চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে অসমর্থ হন তবে তাঁহার বায়নার টাকা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। টেণ্ডারদাতাগণ যদি আয়কর দিয়া থাকেন তবে আয়কর পরিশোধের সার্টিফিকেট অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে অথবা গত তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের আয়কর যোগ্য কোনরূপ আয় ছিল না এই মর্ম্মে কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি দাখিল করিতে হইবে। টেণ্ডার দাখিলের পূর্ব্বে টেণ্ডারদাতাগণ, যে কার্য সম্পাদন করিতে হইবে উহার প্রকৃতি, জমির অবস্থা ইত্যাদি নিজে পরিদর্শন করিতে পারেন। টেণ্ডার গ্রহণ করিবার পর শক্ত মাটি বা বালিযুক্ত মাটি বা অন্য কোন কারণেই ধর বৃদ্ধি করিবার আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হইবে না। পুষ্করিণী উন্নয়ন সমাহর্ত্তার নিকট হইতে পূর্ব্বাহ্নে প্রাপ্ত লিখিত আদেশ ব্যতীত ২½ শতাংশের উর্দ্ধে কোনরূপ রদবদল করা যাইবে না। টেণ্ডারদাতা যদি নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ আরম্ভ না করেন অথবা যথাযথ পরিশ্রমের সহিত বা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে যথোচিতভাবে কাজ সম্পাদন করিতে না পারেন তবে সমাহর্ত্তার নির্দেশে বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে এবং বিভাগীয় ক্ষতির জন্য তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হইবে। সর্বনিম্ন বা যে কোন টেণ্ডার গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়। পুষ্করিণীর তালিকা ও অন্যান্য বিশদ বিবরণ এবং সর্ত্ত উপরোক্ত অফিসে পাওয়া যাইবে।

নোটীশ

জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

৬৫/৬২ স্বত্ব

বাদী—মাতোয়ালী হাজি মুন্সি আবদুর রউফ
বিবাদী—সেখ মহাম্মদ বদরুদ্দিন

এতদ্দ্বারা গোফুরপুর বরজের (জঙ্গিপুর) অধিবাসী মুসলমান জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে গোফুরপুর বরজের বড় খোদাই মসজিদের মাতোয়ালী হাজি মুন্সি আবদুর রউফ থানা রঘুনাথগঞ্জের অধীন গোফুরপুর বরজ (জঙ্গিপুর) নিবাসী হাজি মহাম্মদ ইদ্রিশের পুত্র সেখ মহাম্মদ বদরুদ্দিন নামে জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে ৬৫।৬২ স্বত্ব মোকর্দ্দমা করিয়াছেন এবং গোফুরপুর বরজ (জঙ্গিপুর) নিবাসী মৃত সামিরুদ্দিন সেখের পুত্র আবদুস সামাদ সেখ ও মুরমহাম্মদ সেখের পুত্র আবুল হোসেন সেখকে গোফুরপুর বরজের (জঙ্গিপুর) অধিবাসী মুসলমান জনসাধারণের পক্ষে অর্ডার ১ রুল ৮ C. P. C. মতে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ধার্য্য দিন ১৬।৪।৬২

By Order of the Court
Sd/- B. B. Ghosh
Sharistadar, Munsif's
1st Court, Jangipur.

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

(ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়ের সম্মুখে)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:-

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট :— ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট "আইওলিন" চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ